بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি

জ্ঞান মানব জীবনের অন্যতম মৌলিক প্রয়োজন। জ্ঞানই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। জ্ঞান অর্জন না করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় আশরাফুল মখলুকাত রূপে দায়িত্ব পালন। বিশ্বনবী সা. বলেন ঃ "জ্ঞানার্জন প্রতিটি মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য।"

তিনি আরো বলেন ঃ "জ্ঞানার্জন কর। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জ্ঞানার্জন করে, সে ব্যক্তি নেকের কাজ করে। যে ব্যক্তি জ্ঞানের কথা বলে, সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে। যে ব্যক্তি জ্ঞান-অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করে। যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষা দেয়, সে ব্যক্তি দান করে। যে ব্যক্তি অপরের প্রতি জ্ঞান বিতরণ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহ-প্রীতির কাজ করে।"

জ্ঞানার্জন এবং শিক্ষাদান—দু'টোই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর সেজন্যেই দুনিয়ার সবগুলো দেশেই শিক্ষাকে জাতীয় বিষয় রূপে বিবেচনা করা হয়। এ শিক্ষা নিয়েই এখানে আমাদের আলোচনা।

শিক্ষা মানে কি ?

শিক্ষা মানে কেবল জনশিক্ষাই নয়। এটা এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির অল্প সচেতনতা বিকাশ করা হয়। বিকাশ করা হয় জাতীয় সচেতনতা। এ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিটি নতুন জেনারেশনকে জীবনযাত্রার কলা-কৌশল ও নৈপুণ্যের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় জীবনের মিশন ও কর্তব্য উপলব্ধির। শিক্ষার মাধ্যমে একটি জাতি তাদের সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য আগামী জেনারেশনের জন্যে উত্তরাধিকার রূপে রেখে যায় এবং তাদের আদর্শগুলোর দ্বারা অনাগত বংশধরদেরকে অনুপ্রাণিত করে। শিক্ষা হচ্ছে মানসিক, শারীরিক এবং নৈতিক প্রশিক্ষণ। এর লক্ষ হচ্ছে সুশিক্ষিত ও মার্জিত পুরুষ ও নারী তৈরী করা, যারা আদর্শ মানুষ এবং রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিকরূপে তাদের কর্তব্য সাধন করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য এটাই। বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদগণ হতে প্রাপ্ত অভিমতগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে একথার স্বীকৃতি আমরা পাই।

শব্দের ব্যুৎপত্তিবিজ্ঞান অনুযায়ী Education শব্দটি ল্যাটিন e, ex এবং ducere due শব্দগুলো থেকে এসেছে। শাব্দিকভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় Pack the information in and 'draw talents out' মূলত এর অর্থ হচ্ছে অবগতি ও জ্ঞান প্রদান এবং জ্ঞেয় বিষয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ। জন ষ্টুয়ার্ট মিল পাশ্চাত্য পুরোধাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যিনি শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যাপক ধারণা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ "আমরা আমাদের জন্যে যা কিছু করি অথবা অন্যেরা আমাদের জন্যে যা কিছু করে—যার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের প্রকৃতির পূর্ণত্বের সন্নিকটে নিয়ে আসা কেবল এতটুকুই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা আরো অনেক কিছু স্বীয় গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করে। যেসব বিষয়ের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ভিন্নতর সেগুলো চরিত্র ও মানবিক কার্যক্ষমতার ওপর যে পরোক্ষ প্রচেষ্টা পরিচালিত করে ওগুলোও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।"

জন মিল্টন শিক্ষার সংজ্ঞা দিচ্ছেন এভাবে ঃ "আমি ঐ শিক্ষাকেই পূর্ণাংগ ও উদার শিক্ষা বলি যা একজন মানুষকে তৈরী করে, ব্যক্তিগত বা সরকারী দায়িত্ব, শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন দায়িত্ব—ন্যায়সঙ্গতভাবে, দক্ষতা সহকারে এবং উদারভাবে প্রতিপালন করতে।"

শিক্ষা সম্বন্ধে নিসন্দেহে এটি ব্যাপক অভিমত।

আমেরিকান দার্শনিক John Duwey শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন ঃ "প্রকৃতি এবং মানুষের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আবেগগত মৌলিক মেজাজপ্রবণতা বিন্যাস করার প্রক্রিয়া"-ই হচ্ছে শিক্ষা।

Dr. John Park বলেন ঃ "শিক্ষা হচ্ছে নির্দেশন ও অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান ও অভ্যাস অর্জন বা প্রদানের কলা-কৌশল বা প্রক্রিয়া।"

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক Herman H. Horne লিখেন ঃ "শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক, মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত, মুক্ত সচেতন মানব সত্তাকে আল্লাহর সাথে উন্নতভাবে সমন্বিত করা একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া যেমনটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত রয়েছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগগত এবং ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয় পরিবেশে।"

Professor Niblett জোর দিয়ে বলেন ঃ "শিক্ষার লক্ষ সুখ নয়। এর লক্ষ সচেতনতার ব্যাপকতর ক্ষমতা সৃষ্টি করা; মানব ধীশক্তির গভীরতা বৃদ্ধি করা—হয়তো অবশ্যম্ভাবীভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে—এবং এভাবে সংগত কাজকে স্বাভাবিক করা।"